তোলা, গণতান্ত্রিক সংস্কার সাধনে সাহায্য করা—এগুলি UNDP-র কাজের অন্তর্গত। এ ছাড়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন সময়ে সেমিনার, বিতর্কসভা, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ইত্যাদির আয়োজন করাও এর কাজের মধ্যে পড়ে।

(২) **দারিদ্র্য দূরীকরণ** (Poverty Eradication) :

দারিদ্র্য মোকাবিলায় UNDP দেশগুলিকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করে থাকে, যেমন দেশের বৃহত্তর লক্ষ্য ও নীতির সঙ্গে দারিদ্র দূরীকরণ কর্মসূচিকে অন্তর্ভুক্ত করা, গরিব মানুষদের পক্ষে বেশি মাত্রায় কর্মসূচি গ্রহণ, সহজ ও সরল সুদে ঋণ দান, গরিব ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা ইত্যাদি। গরিব মানুষরা যাতে ব্যবসা করে অবস্থার উন্নতি ঘটাতে পারে তার জন্য UNDP-র প্রতিনিধিরা অনেক সময় স্থানীয় নেতৃবৃন্দ তথা সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে।

(৩) **সংকট মোকাবিলা এবং সংকট কাটিয়ে তোলা** (Crisis Prevention and Recovery) :

UNDP সামরিক বিরোধ ও সংঘর্ষের আশঙ্কা থেকে মানুষকে দূরে থাকতে উৎসাহিত করে। এ ছাড়া প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় UNDP যথাসাধ্য বিপদগ্রস্ত মানুষদের পাশে দাঁড়ায় এবং যত দ্রুত সম্ভব স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করে।

(৪) **সুস্থ পরিবেশ** (Environment) :

পরিবেশ দূষণের ফল বেশি ভোগ করতে হয় দেশের গরিব মানুষদের, কারণ তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে দিন কাটাতে বাধ্য হয়। তাই UNDP মানুষকে পরিবেশ দূষণের ফলাফল সম্পর্কে সচেতন করে। পরিচ্ছন্নতা, পানীয় জল, ড্রেন ও তার সদ্ব্যবহার—এসব সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করার পাশাপাশি সরকারকে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে উৎসাহিত করে।

(৫) **HIV/AIDS নিরাময়** :

HIV/AIDS যে কী মারাত্মক ব্যাধি সে সম্পর্কে মানুষের, বিশেষ করে গরিব অশিক্ষিত খেটে-খাওয়া মানুষদের ধারণা অত্যন্ত কম। UNDP-এ সম্পর্কে বিশ্বব্যাপী প্রচার চালায়, বিভিন্ন সভা-সমিতি, সেমিনার, আলোচনাসভা ইত্যাদির আয়োজন করে মানুষের সচেতনতা বাড়ায়। UNDP-র কল্যাণে এই জীবনঘাতী ব্যাধিটি এখন সারা বিশ্বে অনেকখানি নিয়ন্ত্রিত।

মূল্যায়ন : UNDP তার বাৎসরিক মোট বাজেটের ২ শতাংশ খরচ করে এর বিভিন্ন কর্মসূচির কার্যকারিতার অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে। এই মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে গঠিত জাতিপুঞ্জের মূল্যায়ন গোষ্ঠী (UN Evaluation Group—UNEG) শুধু UNDP-র কাজকর্মের মূল্যায়ন করে না, সমগ্র জাতিপুঞ্জের বিভিন্ন ইউনিটের কাজের মূল্যায়ন করে। বর্তমানে এই UNEG-তে রয়েছে ৪৩ জন সদস্য এবং ৩ জন পরিদর্শক।

পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায়, UNDP ১৭০টি দেশে কাজ করে চলেছে বিভিন্ন উদ্দেশ্যকে বিশেষ করে দারিদ্র্য এবং অসাম্য দূরীকরণ কর্মসূচিকে সামনে রেখে। ভারতে এই UNDP কাজ করছে ১৯৫১ সাল থেকে মানুষের উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে, যেমন গণতান্ত্রিক পরিচালনব্যবস্থা, দারিদ্র্য দূরীকরণ, স্থায়ী শক্তি সঞ্চয় এবং সুস্থ পরিবেশ সংরক্ষণ ইত্যাদি। বস্তুত UNDP-র বহুমুখী কাজকর্মে পৃথিবীর নানা প্রান্তের মানুষ ভীষণভাবে উপকৃত হয়েছে।

১০.১৬ অছি পরিষদ
Trusteeship Council

অছি ব্যবস্থা (Trusteeship System) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদ রচয়িতাগণ বিশ্বব্যবস্থায় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সমস্ত রকমের শোষণ, পীড়ন, অসাম্য, বৈষম্যের অবসান ঘটাতে চেয়েছিলেন। এর জন্য প্রয়োজন ঔপনিবেশিকতার অবসান। কিন্তু বিভিন্ন রাষ্ট্রের অন্তর্গত উপনিবেশ অঞ্চলগুলির মধ্যে অনেকগুলিই

Scanned with CamScanner

উপরিউক্ত কাজগুলি ছাড়াও বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা নিম্নলিখিত কাজগুলি সম্পাদন করে থাকে :

(ক) বিশ্ব-বাণিজ্য সংস্থাকে এর সদস্য-রাষ্ট্রগুলির প্রত্যেকের এবং সামগ্রিকভাবে গোটা বিশ্বের বাণিজ্যের ওপর নজরদারি চালিয়ে যেতে হবে।

(খ) বিশ্ব-বাণিজ্যের যুগে সদস্য-রাষ্ট্রগুলির আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণকারী নিয়মকানুনগুলি রূপায়িত করার জন্য এই সংস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তুলতে হয়।

(গ) বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাকে বিশ্ব-বাণিজ্যের ব্যাপারে একটি পরামর্শদানকারী সংস্থা হিসাবে কাজ করতে হয়। এই সংস্থার অধীনে যেসব অর্থনীতিবিদেরা রয়েছেন তাঁদের কাজ হল বিশ্ব-অর্থনীতির গতি-প্রকৃতির দিকে নজর রাখা এবং প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করা।

(ঘ) বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার একটি সচিবালয় রয়েছে যার কাজ হল উন্নয়নশীল দেশগুলিকে উরুগুয়ে বৈঠকের সিদ্ধান্তগুলিকে রূপায়ণের কাজে সাহায্য করা।

১০.১৫ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উন্নয়ন কর্মসূচি
United Nations Development Programme (UNDP)

UNDP হল জাতিপুঞ্জের বিশ্বজোড়া উন্নয়ন কর্মসূচিমূলক সংস্থা। এর **সদর দপ্তর** হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে **নিউ ইয়র্ক** শহরে। জাতিপুঞ্জের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের বিশেষ সংস্থা হিসেবে UNDP প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬৫ সালে। মানুষের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সমন্বয়ের ভিত্তিতে উন্নততর জীবন গড়ে তোলাই এর অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। এই সংস্থার কাজ হল বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলিকে, বিশেষ করে পিছিয়ে পড়া অনুন্নত দেশগুলিকে বিশেষজ্ঞদের দ্বারা পরামর্শ, প্রশিক্ষণ দান এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সাহায্যের ব্যবস্থা করা। বিভিন্ন দেশের মধ্যে প্রযুক্তিগত এবং বিনিয়োগজনিত সহযোগিতার সম্প্রসারণ ঘটানো এর অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। মর্যাদাগত দিক থেকে UNDP হল জাতিপুঞ্জের সাধারণসভার অধীনস্থ একটি কার্যনির্বাহী সংস্থা (Executive Board)। UNDP-র প্রধান পরিচালকের মর্যাদা হল মহাসচিব এবং উপ-মহাসচিবের পরেই।

বিশ্বজুড়ে উন্নতির গতিকে ত্বরান্বিত করতে UNDP যেসব বিষয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে সেগুলি হল দারিদ্র্য দূরীকরণ, HIV/AIDS নির্মূল করা, গণতান্ত্রিক পরিচালন ব্যবস্থা (Democratic governance), সংকট মোকাবিলা ইত্যাদি। আর যে বিষয় দুটির ওপর UNDP ভীষণ গুরুত্ব আরোপ করে সেটি হল মানবাধিকার সংরক্ষণ এবং মহিলাদের ক্ষমতায়ন। এই UNDP-র একটি মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন কার্যালয় (Human Development Report Office) রয়েছে, যার কাজ হল একটি বাৎসরিক মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন প্রকাশ করা, যার মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন অংশের উন্নয়নের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

UNDP-র খরচ-খরচা চলে সদস্যরাষ্ট্রগুলির স্বেচ্ছাদত্ত অনুদান থেকে। এটি বিশ্বের ১৭৭ টি দেশে কাজ করে যাচ্ছে সংশ্লিষ্ট দেশের স্থানীয় সরকারের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে। এ ছাড়া দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্যে UNDP আন্তর্জাতিকভাবে কাজ করে চলে এবং বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দেশকে সাহায্য করে। জাতিপুঞ্জের '২০১৫ সাল-উত্তর উন্নয়ন কর্মসূচি' (Post-2015, Development Agenda)-র অন্যতম প্রধান সংস্থা হিসাবে দায়িত্ব পালন করে চলেছে UNDP। মনে রাখতে হবে UNDP বিশ্বের শুধুমাত্র সেইসব দেশের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসে যারা প্রথমে নিজেদের ইচ্ছা ও সামর্থ্যের জোরে উন্নয়নের পথে চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবিলার জন্য এগিয়ে আসে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের উন্নয়নের পথে যেসমস্ত চ্যালেঞ্জ রয়েছে, তার মধ্যে UNDP প্রধানত গুরুত্ব দিয়েছে নিম্নলিখিত ৫টি বিষয়কে :

(১) গণতান্ত্রিক পরিচালনব্যবস্থা (Democratic Governance) :

কোনো দেশের শাসনব্যবস্থাকে ক্রমশ বেশি মাত্রায় গণতান্ত্রিক পথে এগিয়ে দেওয়া UNDP-র অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। এব্যাপারে দেশের নীতি নির্ধারণের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের পরামর্শ এবং প্রযুক্তিগত সাহায্যে দেশের প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নে পরামর্শ ও সাহায্য দান, সাধারণ মানুষকে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে শিক্ষিত করে

Scanned with CamScanner